খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ - সমকাল

কথা কাটাকাটির জেরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ছাত্রলীগের দুই পক্ষ দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়িয়েছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষেরই ছয় কর্মী আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হলের বেশ কয়েকটি কক্ষ ভাঙচুর করা হয়েছে।

এদিকে সংঘর্ষের ঘটনায় চারজনকে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ। তবে তাৎক্ষণিক ভাবে তাদের নাম জানা যায়নি।

আহতরা হলেন- ইংরেজি বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ফয়সাল, সমাজতত্ত্ব বিভাগের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের মেহেদী হাসান, বাংলা বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের ইমরান হাসান, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের মো. আব্দুস সাত্তার, ইতিহাস বিভাগের ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ওসমান ও ইংরেজি বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের রহমত উল্লাহ। এদের মধ্যে ইমরান হোসেনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের কর্তব্যরত চিকিৎসক শুভাশীষ চৌধুরী বলেন, আহতাবস্থায় ছয়জন এসছিল আমাদের কাছে। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। ইমরান নামের একজনকে চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তার হাতে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।

শিক্ষার্থীরা জানায়, বুধবার রাতে কথাকাটাকাটির জের ধরে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় ছাত্রলীগের বিজয় ও সিএফসি গ্রুপের মধ্যে। সে সময় এক ছাত্রলীগ কর্মীর মোটরাসাইকেলও পুড়িয়ে দেয়া হয়। এ ঘটনার জের ধরে বৃহস্পতিবার সংঘর্ষে জড়ায় দু'পক্ষ। সংঘর্ষের সময় সোহরাওয়ার্দী হলের বেশ কয়েকটি কক্ষ ভাঙচুর করে ছাত্রলীগক র্মীরা। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠিচার্জ করে পুলিশ।

হাটহাজারি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বেলাল উদ্দীন জাহাঙ্গীর বলেন, ছাত্রলীগের দুই পক্ষে ঝামেলা হয়েছে। এ সময় কয়েকজন আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। এ ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়েছে।

চবির সহকারী প্রক্টর হেলাল উদ্দীন সমকালকে বলেন, ছাত্রলীগের দুই পক্ষে সংঘর্ষের খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। পরে পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি।

এদিকে এ ঘটনার জন্য পরস্পরকে দায়ী করেছে ছাত্রলীগের বিবাদমান দুটি গ্রুপ। সিএফসি গ্রুপের নেতা সাবেক সহসভাপতি জামান নুর বলেন, তারাই প্রথমে আমাদের কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। তারা দুষ্কৃতিকারী। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

বিজয় গ্রুপের নেতা সাবেক যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ বলেন, সিএফসি গ্রুপের নেতারাই প্রথমে আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। পরে আমাদের কর্মীরা তাদের প্রতিহত করে।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com